অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ০৬ ▪ জুন ২০১৯

আলাপ

পটল চাষেই বিজয়ী রাবেয়া

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ
বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ০৬
জুন ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

উপদেষ্টা সম্পাদক
ইরাজ আহমেদ

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

দেশে বন্যা হলে মানুষের কষ্ট বাড়ে। বন্যা অনেক সম্পদ নষ্ট করে। সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই নানা ধরণের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ সাহসী। তারা লড়াই করতে জানেন। এমন প্রাকৃতিক সংকট তারা মোকাবেলা করতে জানেন।

এমনি এক লড়াকু নারী রাবেয়া বেগম। যশোরের রাবেয়া বেগমের জীবন সংগ্রাম ও পটল চাষ করে সাফল্য অর্জনের কাহিনি নিয়েই এবার আলাপ পত্রিকার মূল রচনা।

সামনে কোরবানির ঈদ। অনেকেই পশু কোরবানি দেবেন। এখন গরু-ছাগলের স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের জানা দরকার। এই সংখ্যা আলাপে কোরবানির গরুর যত্ন নিয়ে জেনে নিন বিভাগে লেখা থাকলো। মানুষের চন্দ্রবিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি হলো এই বছর। চাঁদ নিয়ে আশ্চর্য পৃথিবী বিভাগে আছে মজার লেখা। এছাড়া আলাপ পত্রিকার অন্যান্য নিয়মিত বিভাগেও আছে প্রয়োজনীয় লেখা। সবাই ভালো থাকবেন। ■

সূচিপত্র

- পটল চাষেই বিজয়ী রাবেয়া ১ - ২
- ডিএফইডি'র শততম শাখা উদ্বোধন ৩
- কোরবানির পশুর ক্ষেত্রে করণীয় ৪ - ৫
- সাহিদার চোখে এখন স্বপ্ন ৬ - ৭
- ঝিনাইদহের মিয়ার দালান ৮ - ৯
- আমাদের সংলাপ ১০ - ১১
- আবারো মানুষ যাবে চাঁদে ১২
- নাছিমার নকশী কাঁথা ১৩

পটল চাষেই বিজয়ী রাবেয়া

মূল রচনা

পটলচাষ ঘুরিয়ে দিয়েছে রাবেয়ার সংসারের চাকা

নিজের সংসারে সুখে ছিলেন না রাবেয়া বেগম। দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিদিনের যুদ্ধ করতে করতে হতাশা ঘিরে ধরেছিলো তাকে। টাকার অভাবে সন্তানদের লেখাপড়াও আটকে গিয়েছিলো। তাই বিকল্প আয়ের পথ খুঁজছিলেন রাবেয়া। এক সময়ে আয় বাড়াতে হাঁস-মুরগি পালন এবং বাড়ির পাশে সবজি চাষ করার পরিকল্পনা করেন তিনি।

যশোর সদর উপজেলার শাহাবাজপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবার রাবেয়াদের। ৩৩ বছর বয়সী রাবেয়ার পরিবারে স্বামী, দুই ছেলে ও শাশুড়িসহ মোট সদস্য পাঁচ জন। স্বামী আবুল কাশেম পেশায় একজন দরিদ্র কৃষক। বিকল্প আয়ের সন্ধানই রাবেয়াকে পথ দেখায় নতুন জীবনের। ২০০৭ সালে তিনি ভর্তি হন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জোনাকী মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে। তাদের গ্রামেই ছিল সেই সমিতি। সমিতির বেশ কয়েকটি আলোচনা সভায় যোগ দিয়ে তিনি সেখানে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে শুরু করেন। মিশনের মাঠকর্মী ও সমিতির সদস্যদের পরামর্শে সবজি চাষ বিষয়ে তিন দিনের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তিনি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকেই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে শুরু হয় রাবেয়া বেগমের নতুন যুদ্ধ।

আহ্ছানিয়া মিশন থেকে প্রথম দফায় ৮ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কিছু হাঁস-মুরগি কেনেন রাবেয়া। বাড়ির পাশে দুই কাঠা জমি লিজ নিয়ে পুইশাক, কুমড়া ও শিম চাষ শুরু করেন। তার প্রকল্পটি প্রথমেই সফলতা পায়। মিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা রাবেয়া বেগমকে ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে মূল্যায়ন করেন।

পটল সংগ্রহ করছেন রাবেয়া বেগম

এরপর প্রতি দফায় তার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। এতে উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বেগম তার সবজি চাষ প্রকল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি যশোর সদর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শও নেন।

চলতি বছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় শাহাবাজপুরে পটল চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল এই গ্রামটিকে আদর্শ পটল উৎপাদনকারী গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। লক্ষ্য অর্জনে এই গ্রামে মাঠ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মিশনের কৃষি কর্মকর্তারা যৌথভাবে পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে শাহাবাজপুর গ্রামে মিশনের উপকারভোগী ছাড়াও সাধারণ ও প্রান্তিক চাষীরাও অংশগ্রহণ করেন। রাবেয়া বেগম ও তার স্বামীও সেখানে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে রাবেয়া তার স্বামীর সহযোগিতায় কাজ শুরু করেন। প্রথমেই বাড়ীর পাশে আরো ৪ বিঘা জমি বার্ষিক ৩০ হাজার টাকায় লিজ নেন। সেখানেই তিনি বড় আকারে পটল চাষ কার্যক্রম শুরু করেন।

এ বছর ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মাঘ মাসে পটলের চারা রোপণ করেন রাবেয়া। চৈত্র মাসের শেষ থেকে শুরু হয় পটল বিক্রি। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত রাবেয়া ১১০ থেকে ১১৫ মণ পটল পাইকারী দরে বিক্রি করেছেন। এতে তার সব খরচ বাদে ৩০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তিনি আশা করছেন এই মৌসুমে চার বিঘার পটল ক্ষেত থেকে ৩০০ থেকে ৩৫০ মণ পটল বিক্রি করতে পারবেন। এই হারে বিক্রি হলে রাবেয়া বেগমের লাভ হবে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা।

রাবেয়া বেগমের পটলের ক্ষেতে সপ্তাহে দুদিন কাজ করেন দুজন শ্রমিক। এছাড়া প্রতি মাসে পটল ক্ষেতের যত্নের জন্য সাত জন খন্ডকালীন শ্রমিক কাজ করেন। এখন রাবেয়া বেগমের সফলতা দেখে প্রতিবেশীরাও উৎসাহ নিয়ে পটল চাষ শুরু করেছেন। পটলচাষ ঘুরিয়ে দিয়েছে রাবেয়ার সংসারের চাক। তার দুই ছেলে এখন স্কুলে নিয়মিত লেখাপড়া করছে। পটল ক্ষেতের আয় থেকে রাবেয়া বেগম নিজের নামে ১০ শতক জমি কিনেছেন। দুটি গাভীও কিনেছেন। তার ঘরের চালে বসেছে টিনের ছাউনি। বাড়িতে একটি পাকা স্যানিটারি ল্যাট্রিনও স্থাপন করেছেন রাবেয়া। পরিকল্পনা করছেন একটি টিউবয়েলও বসাবেন আগামী বছর।

রাবেয়া বেগমের স্বপ্ন আছে সবজি চাষকে আরো সম্প্রসারিত করা। নিজের সংসারকে দুঃখ-কষ্টের কবল থেকে মুক্তি দেয়া।

মোঃ খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার, ঢাকা জোন, ডিএফইডি, ঢাকা

ডিএফইডি'র শততম শাখা উদ্বোধন

নোটিশ বোর্ড

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দেউলভোগে ডিএফইডি'র শততম শাখা উদ্বোধন

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার দেউলভোগে ডিএফইডি'র শততম শাখা উদ্বোধন হয়েছে। গত ২২ জুন আনুষ্ঠারিক ভাবে এই শাখার উদ্বোধন করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ডিএফইডি'র প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান মামুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীনগর ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী ও ডিএফইডি'র ভাইস চেয়ারম্যান ড.এস.এম. খলিলুর রহমান। ডিএফইডির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামান, ইকবাল মাসুদ পরিচালক হেলথ সেক্টর, দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশের যুগ্ম সম্পাদক কাজী আলী রেজাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডিএফইডি'র এর ডিজিএম আর এম ফরহাদ, এজিএম রেজাউল করীম, এজিএম (অডিট) মনিরুল ইসলাম, মোঃ রেজাউল ইসলাম (সমন্বয়কারী এমআইএস), স.ম. রফিক এসপিও (প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ), ঢাকা জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ খায়রুল ইসলাম, খুলনা জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দীন, ময়মনসিংহ জোনের জোনাল ম্যানেজার মোঃ জিয়াউল আহসান সহ বিভিন্ন এরিয়ার ম্যানেজাররাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জেনে নেই

কোরবানির পশুর ক্ষেত্রে করনীয়

বিক্রি পর্যন্ত গরুর দৈহিক ওজনের ১ শতাংশ হারে দানাদার খাবার খাওয়াতে হবে

সামনেই কোরবানির ঈদ। এই সময়ে কোরবানির পশুর যত্ন এবং লালন পালনের বিষয়টাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে খামারীরা গোটা বছর ধরে পালন করা গরু হাটে নিয়ে আসে বিক্রির জন্য। শেষ সময়েও গরুকে সুস্থ্য রাখতে অনুসরণ করতে হয় কিছু বিশেষ পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিগুলো নিয়েই এবার জেনে নিন বিভাগে রইলো কিছু নির্দেশনা।

লালন পালন সংক্রান্ত

কোরবানির ঈদের আগে হাটে বিক্রয়ের জন্য কেনা গরুকে ক্রিমিনাশক প্রদান করা দরকার এবং ক্ষুরা, তড়কা, এবং গলাফুলা রোগের টিকা প্রয়োগ করাও জরুরী। গরুর স্বাস্থ্য ভেদে ক্রয় পরবর্তী সময় থেকে বিক্রির ১০-১৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস এবং খড় খেতে দিতে হবে। পাশাপাশি ২ শতাংশ হারে ভুট্টার গুড়া, চাল ভাঙ্গা খাওয়াতে হবে। বিক্রির ১০-১৫ দিন আগে থেকে বিক্রি পর্যন্ত গরুর দৈহিক ওজনের ১ শতাংশ হারে দানাদার খাবার খাওয়াতে হবে।

গরুকে দৈনিক ৪০ থেকে ৫০ লিটার (প্রায় ২ বালতি) পানি খাওয়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মোটাতাজাকরণের জন্য কোন ওষুধ যাতে প্রয়োগ করা না হয়।

এই সময়ে প্রতিদিন গরুকে গোসল করানো ভালো। পাশাপাশি গরুকে সব ধরণের দূর্ঘটনা থেকে দূরে রাখাও জরুরী।

বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত

শুধু কোরবানির সময় গরু বিক্রয় করতে হবে এমন ধারণা ত্যাগ করতে হবে। গরু বিক্রির উপযোগী হলে যে কোনো সময়ে বিক্রি করা যায়। স্বাস্থ্যবান গরু যে কোনো সময় ভালো

দামে বিক্রি হয়। সাধারণত ঈদের ১০ থেকে ১৫ দিন আগে গরু বিক্রি করা লাভজনক।

বাজারে নেয়ার আগে গরুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খাওয়াতে হবে। এ সময় গরুকে বেশি পরিমাণে চাল, খুদ এবং ভুট্টার গুড়া খাওয়ানো উচিত নয়। এছাড়া কোন ধরণের হরমোন অথবা কোন ওষুধও প্রয়োগ করা উচিত নয়। এ ধরণের ওষুধ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এতে কখনো কখনো গরু মারাও যেতে পারে।

গরু পরিবহনের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। গাড়িতে গরু উঠানো ও নামানোর সময় উঁচু পাটাতন ব্যবহার করতে হবে। গরু বেচাকেনার সময় লেনদেনের টাকা সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে জাল নোট থেকে। গরুর হাটে প্রতারক ও ছিনতাইকারীরা ঘোরাফেরা করে। এদের কাছ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। অপরিচিত কোনো মানুষের দেয়া খাবার অথবা পানীয় খাওয়া যাবে না কোনোভাবেই।

পশু বিক্রির টাকা দিয়ে প্রথমেই ঋণ/কিস্তি অথবা পাওনা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। বাকী টাকা ব্যাংক অথবা কোনো নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে।

কোরবানির পশুর জন্য করণীয়

কোরবানির পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে ন্যুনতম দুই দাঁত বিশিষ্ট সুস্থ পশু কিনতে হবে। কোরবানির পশুর সঙ্গে কোনো ধরণের অন্যায় অচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অনেক সময় গরুকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। বাড়ির শিশুরা গরুর উপর নানা ধরণের

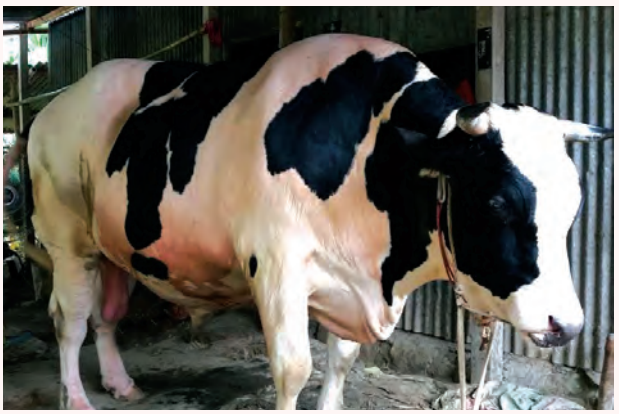

বিক্রি পর্যন্ত গরুর দৈহিক ওজনের ১ শতাংশ হারে দানাদার খাবার খাওয়াতে হবে

নির্যাতন চালায়। এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ কেউ গরুকে ময়লা ও নোংরা পরিবেশে রাখেন। এটাও গরুর জন্য ক্ষতিকর।

কোরবানি পশুকে জবাই করার দুই ঘন্টা আগে থেকে শুধুমাত্র পানি ছাড়া আর কিছু দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে হালাল পদ্ধতিতে জবাই করার বিষয়টাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সম্পূর্ণ রক্তপাতের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও দিতে হবে। গরু মারা যাওয়ার পর বিজ্ঞানসম্মতভাবে চামড়া ছাড়ানো এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাংস কাটতে হবে।

জবাই ও মাংস কাটা শেষে ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করে বিচিং পাউডার, ছাই অথবা চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। কোরবানির পর সমস্ত আবর্জনা মাটিতে তিন ফুট গভীর গর্ত করে চাপা দিতে হবে। কোরবানির চামড়া বিক্রি করতে ৮ থেকে ১০ ঘন্টার বেশি সময় লাগলে দেড় থেকে ২ কেজি লবণ চামড়ায় ছিটিয়ে দেয়া উচিত।

তথ্য সূত্র : প্রাণীসম্পদ খাত, মৎস ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

আমরা নারীরা

সাহিদার চোখে এখন স্বপ্ন

ঝালকাঠি জেলার বাসিন্দা ছিলেন সাহিদা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। সাতক্ষীরার আলীপুরের মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের স্ত্রী হয়ে সাহিদা চলে আসেন সাতক্ষীরায়। সেখানে এসে আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়েন। স্বামীর ছোট ব্যবসায় সংসার চলতে চায় না। এর মাঝে পর পর তিনটি সন্তানের জন্ম দেন তিনি।

সাহিদা বলেন, **'খুব আশা ছিলো তিন সন্তানরে লেখাপড়া শিখামু। কারণ লেখাপড়া না জানলে তাগো জীবনও আমার মতো হইবো।'** সাহিদা ঠিক করেন স্বামীর ব্যবসার পাশাপাশি নিজেও কিছু একটা করবেন। কিন্তু আলাদা করে কিছু করার পথ তো কঠিন। ব্যবসা করতে গেলেও লাগে মূলধন। চিন্তায় পড়ে যান সাহিদা।

'ট্যাকার সমস্যাই হইলো আসল সমস্যা। কিছু একটা করতে হইলে ট্যাকা জোগাড় করতে হইবো। অনেকের কাছে ধার চাইয়াও পাই নাই। তখন ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) এর কাছে গেলাম ঋণ নিতে।'

সমিতি থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ পেয়ে সাহিদা অনেক কষ্টে আরো কিছু টাকা

এখন তার খামারে গাভী আছে আটটি

জোগাড় করলেন। সেই টাকায় কিনে ফেললেন একটা জার্সি প্রজাতির গাভী। এই গাভীর দুধ বাজারে বিক্রি করতে শুরু করেন সাহিদা। কিন্তু তার সংকট তখনও কাটলো না। সব খরচ বাদ দিয়ে দৈনিক তার ঘরে আসতে থাকে ৫০ থেকে ৬০ টাকা। কিন্তু এই টাকায় তো সমস্যার সমাধান হবে না। সাহিদা তখন গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন গাভীর খামার করবেন। সাহিদা বলেন, **'চিন্তা করছিলাম খামার করুম। কিন্তু সেই কাজেও তো অনেক ট্যাকা লাগে। কই পামু এত ট্যাকা? বুদ্ধি করলাম, প্রতি বছর সমিতি থেকে ঋণ নিমু। আগের গাভীর লাভের টাকা তাতে যোগ কইরা আরেকটা নতুন গাভী কিনুম।'** সাহিদা কাজও শুরু করে দিলেন। এখন তার খামারে গাভী আছে আটটি। বাছুর রয়েছে চারটি। এই আটটি গাভীর মধ্যে চারটাই দুধ দিচ্ছে। প্রতিদিন সাহিদা ৬০ থেকে ৬৫ কেজি দুধ পাচ্ছেন। সেই দুধ বাজারে বিক্রি করে প্রতিদিন তার হাতে থাকছে ৮'শ থেকে ৯'শ টাকা।

খামারের গোবর থেকে তিনি বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে গ্যাসে রান্না করছেন এখন। এক ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। বড় মেয়ে অনার্স পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করেছে। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়েটি ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। এই খামারের লাভ থেকে সাহিদা একটা একতলা ভবন তৈরি করেছেন। পাশেই আছে পাকা ঘরে মুদির দোকান।

খামারে ব্যাস্ত সাহিদা

উপজেলা পশুপালন কর্মকর্তার সঙ্গে গরুর সেবাযত্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন সাহিদা। তাতে তার খামারে গরুর অসুখ কম হয়। **'আমি এহন স্বপ্ন দেহি আমার খামারে ১৫টা গাভী থাকবে।'** সাহিদার চোখে এখন এমন স্বপ্নের বসবাস।

মোঃ ফজলুল হক শাহিন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, কুলিয়া ব্রাঞ্চ, সাতক্ষীরা-১ এরিয়া, ডিএফইডি

আমাদের দেশে

ঝিনাইদহের জমিদার বাড়ি

মুরারীদহে জমিদার বাড়ি

বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার মুরারীদহে আছে একটি পুরানো জমিদার বাড়ি। ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জমিদার বাড়ি। বাড়িটির উত্তর পাশে আছে নবগঙ্গা নদী। বহুদিনের পুরনো এই জমিদার বাড়ি মেরামতের অভাবে এখন ভাঙাচোরা। জমিদার বাড়ির প্রধান দরজায় কিছু কথা কবিতার মতো খোদাই করে লেখা আছে। বাড়িটি তৈরির সময় এই কথাগুলো লেখা হয়েছিলো বলে স্থানীয়রা মনে করেন।

শ্রী শ্রী রাম, মুরারীদহ গ্রাম ধাম,
বিবি আশরাফুন্নেসা নাম,
কি কহিব হুরির বাখান।
ইন্দ্রের অমরাপুর নবগঙ্গার উত্তর ধার,
৭৫,০০০ টাকায় করিলাম নির্মাণ।
এদেশে কাহার সাধ্য বাধিয়া জলমাঝে কমল সমান।
কলিকাতার রাজ চন্দ্র রাজ,
১২২৯ সালে শুরু করি কাজ,
১২৩৬ সালে সমাপ্ত দালান।

যত দূর জানা যায়, এই জমিদার বাড়িটি ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের সময় বিক্রি করে দেয়া হয়। সেলিম চৌধুরী নামের এক ব্যক্তির কাছে। তাই ভবনটিকে স্থানীয় ভাবে কেউ কেউ সেলিম চৌধুরীর বাড়িও বলে থাকেন। বলা হয়, বাড়িটি থেকে নবগঙ্গা নদীর নিচ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ ছিলো। সুড়ঙ্গের সেই প্রবেশমুখ এখনো চিহ্নিত করা যায়। নদীতে যে ভাবে বাঁধ দিয়ে ইমারতটি নির্মাণ করা হয়েছিল এই পদ্ধতিতে ঝিনাইদহ শহরে আর কোনো বাড়ি দেখা যায় না। এক সময়ে এই বাড়িতে বারো মাথার একটি খেজুর গাছ এলাকায় আলোচিত ছিলো। খেজুর গাছটিতে বারোটি মাথা ছিল এবং এক সময় প্রতিটি মাথা থেকেই রস আহরণ করা যেতো ।

জমিদার বাড়ির ভিতর

১২৩৬ সালে নির্মিত এই বাড়িটি ভালোভবে রক্ষনাবেক্ষণ করা গেলে সেটা ঝিনাইদহ শহরের একটি উল্লেখযোগ্য বিনোদন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

বাড়িটি রক্ষনাবেক্ষণের নষ্ট হচ্ছে

মোঃ হাফিজুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক, ঝিনাইদহ সদর ব্রাঞ্চ, ডিএফইডি

আমাদের সংলাপ

রাবেয়া বেগম
সদস্য নং - ১২,কাশফুল ম দল/১৭
স্বামী - রমিজ উদ্দিন
পাড়াগাঁও, সদর,গাজীপুর

প্রশ্ন ঃ আমি যদি হাঁস পালন বা হাঁসের খামার করি তাহলে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) আমাকে কোন ধরণের সহায়তা দিতে পারবে?

উত্তর ঃ ডিএফইডি আপনাকে তিন ধরণের সহায়তা দিতে পারে।

১.কারিগরি সহায়তা।
২.আর্থিক সহায়তা।
৩.সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা।

১. **কারিগরি সহায়তা** ডিএফইডি আপনাকে হাঁস পালনে প্রশিক্ষণের উপর সহায়তা দিতে পারবে।

স্থানীয় উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করিয়ে দেবে ডিএফইডি। পাশাপাশি উন্নত মানের খাবার ও ওষুধ কোথায় পাওয়া যাবে তাও জানাবে। হাঁস বিক্রির জন্য উপযুক্ত বাজারের সন্ধানও পাবেন আপনি।

২. **আর্থিক সহায়ত** আপনি হাঁসের খামার করার পরিকল্পনা করলে প্রথমে একটি প্রকল্প শুরু করতে হবে। এরপর আপনার প্রকল্প দেখে বিনিয়োগ পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করা হবে। পাশাপাশি আপনার সামাজিক অবস্থানও বিবেচনা করবে ডিএফইডি'র কর্মকর্তারা। তারা বিনিয়োগের চাহিদাও বিবেচনা করে আপনাকে সহজ শর্তে বিনিয়োগ প্রদানে সহায়তা করবেন।

৩. **সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা** ডিএফইডি আপনাকে খামারের সার্বিক পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেবে। প্রশিক্ষণে খামারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত একটি স্বচ্ছ ধারণাও দেয়া হবে আপনাকে। এছাড়া ডিএফইডি আপনাকে বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহায়তা দিবে।

উত্তরদাতা: বাঁধন কুমার বিশ্বাস, এরিয়া ম্যানেজার, গাজীপুর এরিয়া, গাজীপুর।

আমাদের সংলাপ

মিলন কুমারী
সদস্য নং - ০৩, জবা ম দল/৩৪
স্বামী - অনতোষ চন্দ্র
ভোড়া, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

প্রশ্ন ঃ অর্থ ছাড় প্রদান বিষয়টা কি? ডিএফইডি কি রিবেট সুবিধা দেয় ? রিবেট সুবিধা দিলে সেই সুবিধা কীভাবে পাওয়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ রিবেট শব্দের অর্থ ছাড় দেওয়া বা প্রাপ্য থেকে শর্ত সাপেক্ষ কিছু কম নেয়া। বিনিয়োগ কর্মসূচীর কোন সদস্য যদি বিনিয়োগের সমুদয় টাকা একত্রে পরিশোধ করেন সেক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা অগ্রিম পরিশোধ করবেন তার জন্য একটা বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে যা রিবেট নামে পরিচিত।

ডিএফইডিতে মেয়াদপূর্তির আগে অগ্রিম ঋণ পরিশোধ করলে পরিশোধিত অগ্রিম কিস্তি/টাকার উপর অর্থ ছাড় প্রদান সুবিধা দেয়া হয়।

অর্থ ছাড় প্রদান সুবিধা একজন সদস্য বিনিয়োগ গ্রহণের দিন থেকে পরিশোধ পর্যন্ত যতদিন বিনিয়োগ ব্যবহার করবেন ততদিনের মুনাফা হিসেব করে বিনিয়োগ প্রদানের সময় যে মুনাফা প্রভিশন করা হয়েছে তা থেকে বাদ দিয়ে বাকি মুনাফার উপর অর্থ ছাড় প্রদান সুবিধা পাবেন।

উত্তরদাতা: বাঁধন কুমার বিশ্বাস, এরিয়া ম্যানেজার, গাজীপুর এরিয়া, গাজীপুর।

আশ্চর্য পৃথিবী

আবারো মানুষ যাবে চাঁদে

মানুষ এখন থেকে ৫০ বছর আগে প্রথম পা রেখেছিল চাঁদের মাটিতে। এই অভিযানে অংশ নেন আমেরিকার তিন নভোচারী। ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেন। এই চাঁদ নিয়ে এখনো বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার শেষ নেই। এ বছর মানুষের চন্দ্রবিজয়ের ৫০ বছর পালিত হচ্ছে।

আমেরিকার গবেষণা সংস্থা 'নাসা' ঘোষণা করেছে এবার তারা চাঁদে স্থায়ীভাবে মানুষ পাঠাবে। এই অভিযানে নারীও থাকবেন। তারা জানিয়েছে, চাঁদের কাছাকাছি মহাকাশে তারা একটি স্থায়ী স্টেশন তৈরি করবে। এখান থেকেই ভবিষ্যতে চাঁদে মানুষের সব অভিযান পরিচালিত হবে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে চাঁদে আবার মানুষ পাঠানো হবে।

চাঁদে প্রথম পা রেখেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং। তিনি মারা গেছেন ২০১২ সালে। বাকী দুই অভিযাত্রী ছিলেন বাজ অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স। তাঁরা এখনো বেঁচে আছেন। ৫০ বছর আগে চন্দ্রবিজয় সরাসরি দেখানো হয়েছিল টেলিভিশনে। পৃথিবীর প্রায় ৬৫ কোটি মানুষ সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলেন। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চাঁদের বুকে ২১ ঘন্টা ২৬ মিনিট হেঁটে বেড়িয়েছিলেন।

সেই সফল অভিযান শেষ করে তারা তিনজন পৃথিবীতে ফিরে আসেন ২৪ জুলাই।

সূত্রঃ এএফপি, প্রথম আলো; ছবিঃ গুগল

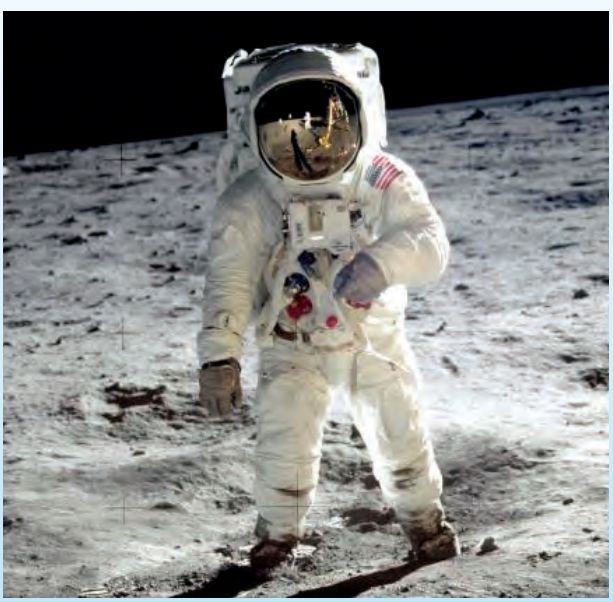

১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেন

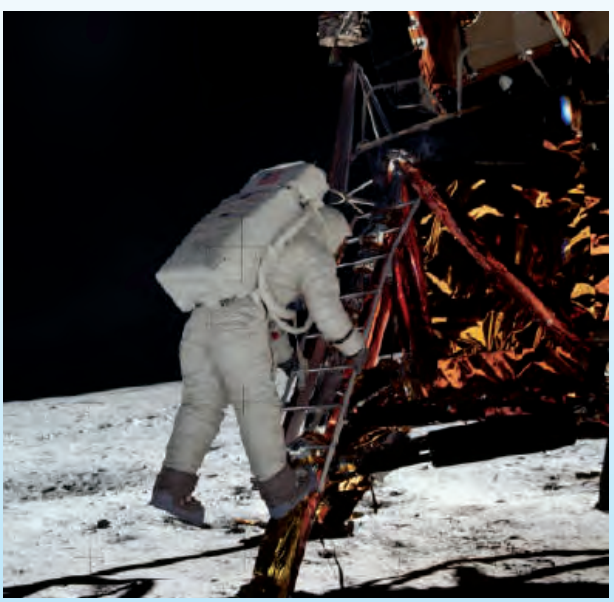

২০২৪ সালের মধ্যে চাঁদে আবার মানুষ পাঠানো হবে

নাছিমার নকশী কাঁথা

নাছিমা বেগম নকশী কাঁথা তৈরী করেন। নিজের তৈরী এই নকশি কাঁথা তিনি নিজেই একটি দোকান দিয়ে বিক্রি করেন। নাছিমার তৈরি একটি নকশি কাঁথার দাম দুই থেকে তিন হাজার টাকা।

নকসী কাঁথা তৈরী করতে খুব বেশী উপকরণ বা বড় পুঁজির দরকার হয় না। এই কাঁথা তৈরির মূল উপাদান থান কাপড় সূচ ও বিভিন্ন রঙের সুতা। সঙ্গে প্রয়োজন একটি কাঠের ফ্রেম।

এই নকশার কাজ করতে থান কাপড়ের উপর পেন্সিল বা কলম দিয়ে নকশা আঁকতে হবে। তারপর কাপড়টাকে ফ্রেমে আটকে নিতে হবে। কাপড়ে আঁকা নকশার উপর এবার সুতা দিয়ে সেলাই করতে হবে।

এই নকশি কাঁথা বিক্রি করেই নাছিমা তার স্বামী আলমগীর মিয়াকে একটি অটো কিনে দিয়েছেন।

কাপড়ে আঁকা নকশার উপর সুতা দিয়ে সেলাই করছেন নাছিমা বেগম

নাছিমা বেগমার তৈরী নকশী কাঁথা

মো: তোহিদুর রহমান, হাসনাবাদ, রায়পুরা, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, হাসনাবাদ শাখা, ডিএফইডি, নরসিংদী

ছবিটি এঁকেছে:
লাবন্য আক্তার ইভা
১ম শ্রেণি, সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র, নারান্দি, মনোহরদী

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission